6

তারিখ 15 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

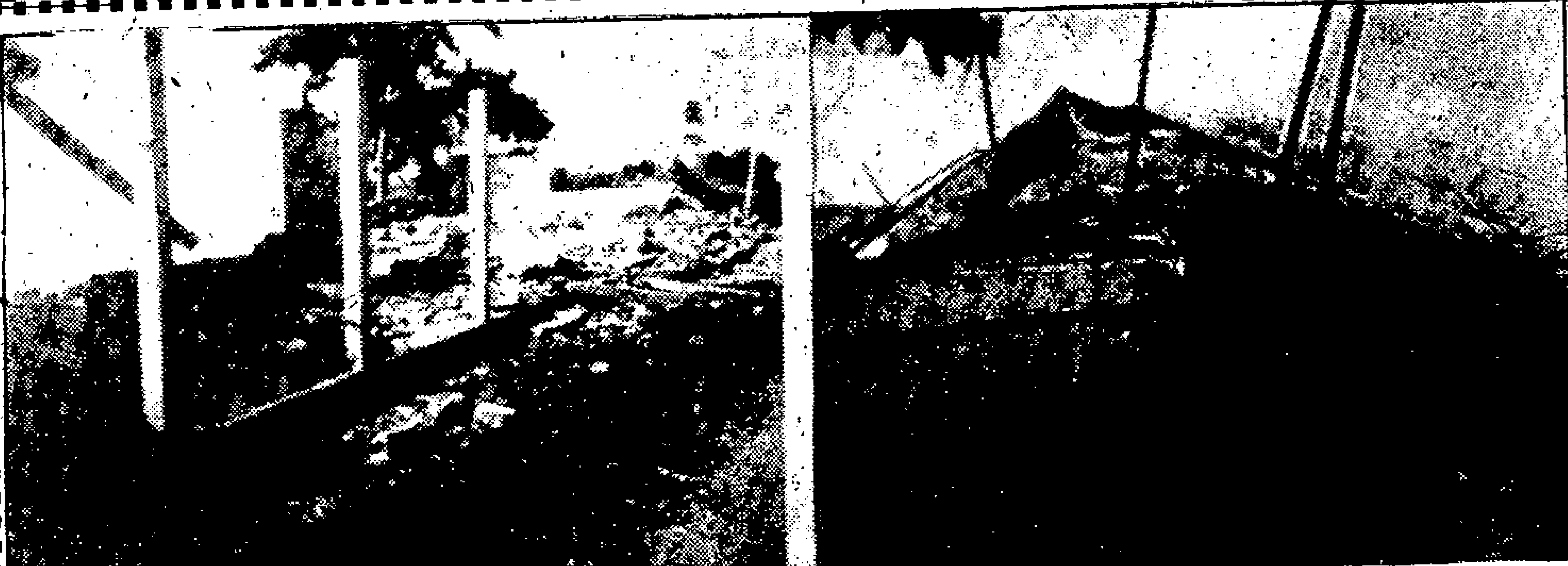

*মির্জাপুর ঃ গত ১৩ই মে'র ভয়াল টর্নেডোতে বিধ্বস্ত মেহরাইল–কাউনজানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। (ডানে) বর্নী কিশোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছবিগুলো গত ৯ই জুলাই তোলা। —সংবাদ*

# টর্নেডোয় বিধ্বস্ত টাঙ্গাইল ॥ স্কুলগুলো মেরামত হয়নি এখনো

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ১৪ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গত ১৩ই মের ভয়াবহ টর্নোডোতে ক্ষতিগ্রস্ত টাঙ্গাইলের বাসাইল, সখীপুর, এবং মির্জাপুর থানার স্কুলগুলো এখনও পুনর্নির্মিত হয়নি। ফলে প্রায় ৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে থানা ৩টির শিক্ষা অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, ভয়াল সেই টর্নেডোতে বাসাইল থানার ২৩টি, সখীপুর থানার ১টি এবং মির্জাপুর থানার ২টিসহ মোট ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে কোন কোনটা আবার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাসাইল থানার মিরিকপুর হাই স্কুল, মিরিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্নী কিশোরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেহরাইল–কাউলজানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সখীপুর থানার হাতিবান্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মির্জাপুর থানার দড়ানিপাড়া হাই স্কুল ও দড়ানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হয়। বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনটার একচাল বা দু'চাল, আবার কোনটার বেড়া টর্নেডো উড়িয়ে নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি উল্লেখ করে।

এদিকে টর্নেডোতে বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ বা মেরামতের এখন পর্যন্ত বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রায় ৮ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে ওই সূত্রটি উল্লেখ করে। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটায় দু'এক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে লেখাপড়া পুনরায় শুরুর চেষ্টা চলছে বলে সূত্রটি 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন।